রাজ্যে এলেই একই ক্যাসেট বাজান অমিত : পার্থ

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর (সংবাদ) ঃ বিজেপি-র সর্বভারতীয় সভাপতি যতবার এ রাজ্যে এসেছেন, ততবারই পুরোনো ক্যাসেট বাজিয়ে গেছেন। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। আসলে অমিতবাবুকে যাঁরা এরাজ্য সম্পর্কে 'ব্রিফ' করেছেন, তাঁরা ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, অঙ্ক, কিছুই জানেন না। যদি জানতেন, তাহলে তাঁরা তাঁকে বলতেন পরপর পাঁচবার কৃষিতে শ্রেষ্ঠ এরাজ্য। কন্যাশ্রী আজ বিশ্বজয়ী। রাস্তা উন্নয়ন, ১০০ দিনের কাজে প্রথম সারিতে আছে রাজ্য। শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্যেও এ রাজ্য প্রথম। আর রাজ্যের এই অগ্রগতি বিজেপি নেতৃত্বের ভালো লাগছে না বলেই মিথ্যা আক্রমণ হেনে রাজ্যের উন্নয়নে বাধা দিয়ে উন্নয়নকে পিছিয়ে দিচ্ছে। মঙ্গলবার দলীয় দপ্তরে আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে এই মন্তব্য করেন তৃণমূলের মহাসচিব তথা রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

তিনি বলেন, অমিত শা অভিযোগ তুলেছেন এরাজ্যে নাকি হিংসাত্মক কার্যকলাপ বেশি হচ্ছে। রাম রহিমকে নিয়ে একদিনে যে মৃত্যু ও বিশৃঙ্খলা ঘটে, সেটা কোন রাজ্যে হয় ? সেখানে তাঁর আশীর্বাদধন্য হয়ে কারা ক্ষমতায় এসেছে? সাংবাদিক বৈঠকে এইসব প্রশ্ন তোলেন পার্থ। এদিন অমিতবাবু জোর গলায় বলেন, তাঁদের দলীয় নেতৃত্বের মধ্যে দুর্নীতির আঁচ নেই। তাহলে নোট বন্দির আগেই স্থায়ী জমি, দলীয় দপ্তর কিনেছেন কারা। আসলে দুর্নীতির পাহাড়ে যাঁরা বসে রয়েছেন, তাঁরাই দুর্নীতি নিয়ে অন্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন। সেটাই স্বাভাবিক বলে দাবি করেন পার্থ। সেইসঙ্গে এদিন ফের অমিত শার দরিদ্র পরিবারে গিয়ে খাওয়ার বিষয়টিকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, দিনের বেলায় পান্তাভাত ও রাতে পাঁচতারা হোটেলে যাঁরা খাবার খান, তাঁদের কাছে তৃণমূল নৈতিকতা শিখবে না।

এ রাজ্যের সন্ত্রাস নিয়ে অমিত শার মন্তব্যকে খারিজ করে দিয়ে পার্থ বলেন, উত্তরপ্রদেশে নির্বাচনের আগে সন্ত্রাস সৃষ্টি, গুজরাট দাঙ্গার নায়ক কে, তা কারোর অজানা নয়। ধর্মের নামে সুড়সুড়ি দিয়ে কিশোর-কিশোরীদের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়ার চিন্তা ভাবনা বিজেপি-র মাথাতেই আসতে পারে, অন্য কারোর মাথায় নয়।

বিজেপি-কে একহাত নিয়ে পার্থ বলেন, রাজ্যের উন্নয়নের জন্য বিজেপি কটা আন্দোলন করেছে ? রাজ্যের বন্যা কবলিত কতজন মানুষের পাশে তারা দাঁড়িয়েছে ? কেন্দ্র কত টাকা দিয়েছে তা আগে প্রকাশ করুক। এ রাজ্যের বকেয়া অনুদান দেওয়ার ব্যাপারে কতবার কেন্দ্রের কাছে রাজ্য বিজেপি-র নেতৃত্ব দরবার করেছে, তা খোলসা করে রাজ্যের মানুষের কাছে বলুক তারা। তিনি বলেন, এ রাজ্যে শান্তি বিরাজ করছে। বিজেপি-র তা ভালো লাগছে না। তাই প্রতিহিংসার কথা বলে উসকানি দিচ্ছে। রাজ্যের মানুষ ওদের ভালোভাবেই চেনেন। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে রাজ্যের মন্ত্রী, সাংসদদের উপর কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থাকে দিয়ে কীভাবে হয়রান করা হচ্ছে, তাও রাজ্যবাসী দেখছেন। তাই যথা সময়ে তাঁরা তাঁদের যোগ্য জবাব দেবেন।

কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা এ রাজ্যে সিন্ডিকেট ব্যবসায় চলে যাচ্ছে বলে অমিতবাবু যে অভিযোগ তুলেছেন, তাকে কটাক্ষ করে পার্থ বলেন, আগে তিনি জবাব দিন কেন্দ্রের অনুদান কেন এ রাজ্যে বন্ধ হল। তারপর উলটোপালটা মন্তব্য করবেন। সেইসঙ্গে তিনি জিএসটি ও নোট বন্দির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে বলেন, নোট বন্দির জেরে দেশের অর্থনীতিতে ক্ষতি হয়েছে। আর পরিকল্পনাহীনভাবে জিএসটি চালু হওয়ায় অচিরেই দেশের অর্থনীতি মুখ থুবড়ে পড়বে। তিনি অভিযোগ তোলেন, বিজেপি-র কোনো কর্মসূচি নেই। তাই হীনমন্যতায় ভুগছে তারা। অন্যদিকে, এদিন রোহিঙ্গাদের ব্যাপারে করা প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গিয়ে পার্থ বলেন, পররাষ্ট্র বিষয়ে তিনি কোনো মন্তব্য করবেন না।

মুখোমুখি ॥ *বিজেপি-র অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক হিংসা চলছে। মঙ্গলবার দলীয় কর্মী-সমর্থকদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে এ নিয়েই সরাসরি কথা বললেন বিজেপি সভাপতি অমিত শা। - পিটিআই*

'কেন্দ্রের দেওয়া এত টাকা কোথায় গেল'

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর (সংবাদ) ঃ এ রাজ্যের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া টাকা কোথায় গেল ? মঙ্গলবার, কলকাতার হো-চি-মিন সরণি আইসিসিআর প্রেক্ষাগৃহে বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে বৈঠকে ওই প্রশ্ন তোলেন বিজেপি-র সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শা। তিনি বলেন, দেশের ত্রয়োদশ অর্থ কমিশন, কেন্দ্রীয় সরকারের আদায়িকৃত কর থেকে এরাজ্যের জন্য বরাদ্দ করেছিল ১ লাখ ৩ হাজার ৫৩৯ কোটি টাকা। আর তাঁরা কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার পর চতুর্দশ অর্থ কমিশন ওই বরাদ্দের পরিমাণ বাড়িয়ে করেছিল ২ লাখ ৮৯ হাজার কোটি টাকা। এছাড়া আগে এ রাজ্যকে অনুদান বাবদ দেওয়া হয়েছিল ৯ হাজার ৫২০ কোটি টাকা। আর এবার তা বাড়িয়ে করা হয়েছে ৩৪ হাজার ৭৩২ কোটি টাকা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হিসাব দিন ওই টাকা তিনি কোথায় খরচ করেছেন ? তিনি বলেন, হয়তো সিংহভাগই চলে গিয়েছে সিন্ডিকেটের খপ্পরে।

রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠক বৃহস্পতিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ আগামী বৃহস্পতিবার রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠক করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দুর্গাপুজোয় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবার বিষয়ে তিনি আলোচনা করবেন বৈঠকে। নবান্ন সূত্রে জানা গেছে, বিজয়া দশমী ও তারপরে মহরম পড়ে যাবার জন্য রাজ্য প্রশাসন কিছুটা উদ্‌বেগের মধ্যে রয়েছে। বিশেষ করে বিজেপি-র বিভাজন নীতি এবং রাজ্যে এসে ওই দলের সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শা যেভাবে দুর্গাপুজো ও সরস্বতীপুজো নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তাতে নবান্ন যে চিন্তিত তাতে সন্দেহ নেই। পুজোর টানা ১৩ দিন ছুটি থাকায় মন্ত্রীসভার বৈঠক সম্ভবত এরমধ্যে আর ডাকা হবে না। সে কারণে দুর্গাপুজোর বিসর্জন, তারপরে মহরম এবং কালীপুজো পর্যন্ত রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করে নেবেন মুখ্যমন্ত্রী এই মন্ত্রীসভার বৈঠকে। নবান্ন সূত্রে আরও জানা গেছে, নবান্নের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করতে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। কলকাতার ডগ স্কোয়াডের শিক্ষাপ্রাপ্ত কুকুরের একটি দলকে নবান্নে রাখার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

নারদ : মদন, শুভেন্দুকে তলব সিবিআইয়ের

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর (সংবাদ) ঃ সারদার পর এবার নারদ কাণ্ডেও নাম জড়াল মদন মিত্রের। এ বিষয়ে প্রাক্তন ক্রীড়া ও পরিবহণমন্ত্রীকে নোটিশ পাঠিয়েছে সিবিআই। আগামী শুক্রবারের মধ্যে তাঁকে নিজাম প্যালেসে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার আধিকারিকদের সঙ্গে দেখা করতে বলা হয়েছে। একই সঙ্গে নোটিশ পাঠানো হয়েছে রাজ্যের বর্তমান মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকেও। তাঁকেও আগামী সপ্তাহে ফের তদন্তকারী আধিকারিকদের সঙ্গে দেখা করতে বলেছে সিবিআই। এর আগে নারদ কাণ্ডে সিবিআই দপ্তরে হাজিরা দিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক নেতা-নেত্রী। তাঁদের মধ্যে ছিলেন শোভন চট্টোপাধ্যায়, মুকুল রায়, ফিরহাদ হাকিম, অপরূপা পোদ্দার, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। প্রসঙ্গত, সারদা কাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে ২০১৫ সালের ১২ ডিসেম্বর মদন মিত্রকে গ্রেফতার করেছিল সিবিআই। এরপর ২১ মাস জেলে থাকতে হয় তাঁকে। গত বছর ১০ সেপ্টেম্বর তিনি সারদা মামলায় জামিন পান। এবার নারদ কাণ্ডেও প্রাক্তন মন্ত্রীকে তলব করল সিবিআই। মদন মিত্রের ঘনিষ্ঠ সূত্রে জানা গেছে, আইনজীবীদের পরামর্শ মতোই এ ব্যাপারে পরবর্তী পদক্ষেপ করবেন তিনি।

আদালত চত্বরে অভিযুক্ত তারক ভাস্কর। ছবি ঃ তথাগত চক্রবর্তী

চারদিনের পুলিশ হেপাজতে তারক

সিউড়ি, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ বীরভূমের সাঁইথিয়ায় গৃহবধূকে গণধর্ষণের অভিযোগে ধৃত তারক ভাস্করকে চারদিনের জন্য পুলিশ হেপাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিল সিউড়ি আদালত। যদিও অভিযুক্তের দাবি, তিনি নির্দোষ। তাঁকে এই ঘটনায় ফাঁসানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, গত রবিবার মধ্যরাতের পর সাঁইথিয়ার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা এক গৃহবধূকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। সেই ঘটনায় অন্যতম অভিযুক্ত তারককে গ্রেফতার করে পুলিশ। মঙ্গলবার তাঁকে সিউড়ি আদালতে পেশ করা হয়। সরকারি আইনজীবী কেশব দেওয়াসি জানান, পুলিশ ধৃতের আটদিনের হেপাজত চেয়েছিল। কিন্তু বিচারক প্রকাশচন্দ্র বর্মন চারদিনের পুলিশ হেপাজত মঞ্জুর করেন। ধৃতের বিরুদ্ধে একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে বলেও জানান তিনি। তবে ওই গৃহবধূ আরও দুজনের বিরুদ্ধে গণধর্ষণের অভিযোগ করলেও এখনও অবধি তাঁদের সন্ধান পাওয়া যায়নি। যদিও অভিযুক্তদের নাগাল পেতে তল্লাশি চালানো হচ্ছে বলেও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

এদিকে, এই ঘটনার পর মঙ্গলবার কিছুটা হলেও সামলে উঠেছেন ওই গৃহবধূ। সাঁইথিয়া হাসপাতালের চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, এখন তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল। কিন্তু সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠার পর বাড়ি ফিরে তিনি ফের স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারবেন কিনা, তা নিয়ে কিছুটা চিন্তিত ওই বধূ। অভিযুক্ত তারক ভাস্কর যে তাঁর পরিচিত ছিল, সেকথা আগেই জানিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু এদিনও তাঁদের দুজনের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে তিনি কোনো মন্তব্য করতে চাননি।

কং-সিপিএম সম্পর্ক নিয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে চায় ফব

স্বরূপ বিশ্বাস ● কলকাতা

১২ সেপ্টেম্বর ঃ দলের 'বিদ্রোহী' সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে এই মুহূর্তে চরম অস্বস্তিতে সিপিএম নেতৃত্ব। অন্যদিকে, রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোট আসন্ন হলেও সেভাবে নির্বাচনি প্রস্তুতি শুরু হয়নি। এরই মধ্যে সিপিএমের সঙ্গে কংগ্রেসের সম্পর্ক নিয়ে একটা 'হেস্তনেস্ত করতে' কোমর বেঁধে মাঠে নেমে পড়ল বামফ্রন্টের অন্যতম বড়ো শরিক ফরওয়ার্ড ব্লক (ফব)। দলীয় নেতৃত্বের সাফ কথা, পঞ্চায়েত ভোটের আগে এই ব্যাপারটা পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত ফ্রন্টের কোনো নির্বাচনি প্রস্তুতি সংক্রান্ত কর্মসূচিতে অংশ নেবে না ফব। রাজ্য সিপিএম-কে পঞ্চায়েত ভোটের আগেই এ বিষয়ে তাদের অবস্থান পরিষ্কার করতে হবে। তাদের জানাতে হবে, তারা আদৌ বামফ্রন্টের সঙ্গে চলতে চায়, না কংগ্রেসকে পাশে পেতে চায়। প্রয়োজনে সিপিএমের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসেও এ নিয়ে একটা ফয়সলা করতে রাজি ফব।

মঙ্গলবার ফব-র সম্পাদক নরেন চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'গত বিধানসভা ভোটের সময় এই ব্যাপারে আমাদের খুব তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে। মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভা আসনটি নিয়ে যা হয়েছে, তা কহতব্য নয়। শেষপর্যন্ত ওই আসনে বামফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে আমাদের দলের প্রার্থীকে দাঁড় করানো হলেও সিপিএমের প্রচ্ছন্ন সমর্থনেই কংগ্রেসও ওই আসনে প্রার্থী দিয়ে দেয়। বারবার প্রার্থী প্রত্যাহারের আবেদন করার পরও ওই কংগ্রেস প্রার্থীকে সেখান থেকে সরানো হয়নি। শুধু তাই নয়, ওই আসনে প্রার্থী দেওয়া নিয়ে কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরি সেই সময় দাবি করেন, ওই আসনে তাঁদের সঙ্গে সিপিএমের সমঝোতা হয়েছে, বামফ্রন্টের নয়। কংগ্রেস সভাপতির এই ধরনের মন্তব্য অত্যন্ত আপত্তিকর। তার থেকেও দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হল, ওই সময় বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান তথা সিপিএমের শীর্ষনেতা বিমান বসু বা তাঁদের দলের কেউ বলেননি হরিশ্চন্দ্রপুর আসনটি ফরওয়ার্ড ব্লকের। কিংবা বামফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে ফরওয়ার্ড ব্লককেই তাঁরা সমর্থন জানাচ্ছেন।' নরেনবাবু আরও বলেন, 'কংগ্রেসকে নিয়ে সিপিএমের এই সম্পর্কের কারণেই গত বিধানসভা ভোটে আমাদের মতো অন্য বাম শরিকদেরও বহু তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে। তাই এবার রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোটের আগে আমরা তার হেস্তনেস্ত করতে চাই। এই নিয়ে আমরা দলের মধ্যে আলোচনাও শুরু করেছি। আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর বৈঠকে এই বিষয়ে ফের আলোচনায় বসা হবে এবং সেখানেই এই ইশ্যুতে আমরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেব। পরের দিন ২৪ সেপ্টেম্বর দলের রাজ্য কমিটির বৈঠকে বসে বিস্তারিত আলোচনার পর চূড়ান্ত প্রস্তাব পেশ করা হবে। তারপর সিপিএমের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করে আমরা বিষয়টি আবার বামফ্রন্টের বৈঠকে তোলার চেষ্টা করব।'

জমি কেড়ে পার্ক তৈরি, কলকাতা পুরনিগমকে তিরস্কার হাইকোর্টের

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর (সংবাদ) ঃ পুরনিগমের হাজার হাজার জমি বিভিন্ন জায়গায় পড়ে আছে। সেগুলোতে নজর না দিয়ে লোকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে পুরনিগম পার্ক তৈরি করছে। সাধারণ মানুষের অর্থ নিয়ে পুরনিগমের পার্ক গড়ে টাকাগুলো নয়ছয় করছে। এভাবেই মঙ্গলবার কলকাতা পুরনিগমকে রিজেন্ট পার্ক থানা এলাকার একটি পার্কের দেয়াল ভাঙা নিয়ে তুলোধোনা করল কলকাতা হাইকোর্ট। পুরনিগমের আইনজীবী বাউন্ডারি ওয়াল ভাঙতে দু-দিন সময় চাইলে বিচারপতি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, আইন নিয়ে আপনি দর কষাকষি করছেন! আজ নয় কাল ভাঙব। কাল নয় পরশু ভাঙব! কি হচ্ছে এটা!

রিজেন্ট পার্ক থানা এলাকার জয়শ্রীতে ঝর্না মল্লিক নামে এক মহিলার জমি কেড়ে নিয়ে কলকাতা পুরনিগম সেখানে শিশু উদ্যান নির্মাণ করেছে। মহিলা আদালতে মামলা করলে পুরনিগম জানায় জমি তারা ফিরিয়ে দেবে। কিন্তু নির্মীয়মাণ পার্কের দেয়াল ভাঙতে গেলে এলাকার বাসিন্দারা বাধা দেন। আদালতের নির্দেশ মেনে দেয়াল ভাঙতে না পারায় পুরনিগমের কমিশনার খলিল আহমেদের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা হয়। বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডন কলকাতার নগরপালকে নির্দেশ দেন, ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে থেকে তিনি ওই দেয়াস ভাঙানোর জন্য। মঙ্গলবার রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত আদালতের কাছে কলকাতার নগরপাল রাজীব কুমারের একটি চিঠি জমা দেন। অ্যাডভোকেট জেনারেল বলেন, কলকাতার নগরপাল জানিয়েছেন, তাঁদের হাতে ওই স্ট্রাকচার ভাঙার কোনো পরিকাঠামো নেই। তখন আদালত বলে, পুরনিগমের হাতে তো সেই ব্যবস্থা আছে। পুরনিগমের হাতে ডেমোলিশন স্কোয়াড আছে। তাকে কাজে লাগানো হোক। তখন পুরনিগমের আইনজীবী অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বুধবারই ভাঙার অসুবিধা। আমরা পরশু গিয়ে ভাঙব। তখন বিচারপতি বলেন, আপনি দর কষাকষি করছেন!

এরপর আদালত পুরনিগমকে বলে, আপনার উপর ছেড়ে দেওয়া হল। যেদিন পার্কের স্ট্রাকচার ভাঙবেন ভাঙুন। কলকাতার নগরপালকে বলা হয়েছে, যেদিন স্ট্রাকচার ভাঙতে যাবে পুরনিগম, সেদিন কলকাতা নগরপাল অথবা তাঁর মনোনীত কোনো সিনিয়র অফিসার ঘটনাস্থলে থাকলেই চলবে।

সেইসঙ্গে আদালত পুলিশকে নির্দেশ দেয়, তারা যাতে পার্কের দেয়াল ভাঙার সময় পুরনিগমের কর্মীদের উপযুক্ত নিরাপত্তা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে আগামী শুক্রবার।

দুর্গাপ্রতিমা তৈরিতে ব্যস্ত মৃৎশিল্পী। মঙ্গলবার কলকাতার কুমোরটুলিতে রাজীব মণ্ডলের তোলা ছবি।

জিএসটি-র ধাক্কায় পুজোর আগে সংকটে জরিশিল্প

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ প্রথমে পুরোনো ৫০০ এবং ১০০০ টাকার নোট বাতিল, তারপর জিএসটি। এই জোড়া ধাক্কায় চরম সংকটে পড়েছে এ রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী জরিশিল্প। সূত্রের খবর, নোট বাতিলের ধাক্কায় এই শিল্পে ক্ষতির পরিমাণ ছিল প্রায় ২৫০০ কোটি টাকা। আর জিএসটি চালু হওয়ার পর এখনও পর্যন্ত ক্ষতি হয়েছে আরও অন্তত ২০০০ কোটি টাকার। ফলে এই শিল্পের যুক্ত প্রায় আট লক্ষ জরিশিল্পীর ভবিষ্যৎ এখন চরম অনিশ্চয়তার মুখে এসে পড়েছে।

মুঘল আমলে শুরু হয়েছিল জরিশিল্পের। প্রথমে হাওড়ার পাঁচলা এলাকায় ছিল জরিশিল্পীদের বাস। তারপর সেই শিল্পীরা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়েন উলুবেড়িয়া, বাউড়িয়া, সাঁকরাইল, বাগনান, ডোমজুড়, উদয়নারায়ণপুর, শ্যামপুর, আমতা এবং জগৎবল্লভপুর এলাকায়। হাওড়ার বাইরে এ রাজ্যের মুর্শিদাবাদ এবং উত্তরপ্রদেশের লখনউতেও এই শিল্প ছড়িয়ে পড়ে। পুরুষানুক্রমে জরিশিল্পে জড়িয়ে পড়েন কয়েক লক্ষ মানুষ। কিন্তু জিএসটি-র ধাক্কায় তাঁদের বেশিরভাগের হাতেই এখন কোনো কাজ নেই। বিকল্প রুটিরুজির কথা ভাবলেও বর্তমান পরিস্থিতিতে সেটাও যে সহজ নয়, মানছেন তাঁরা।

গত ১ জুলাই দেশজুড়ে চালু করা হয় জিএসটি। জরির কাজে ১৮ শতাংশ জিএসটি চাপানো হয়। আগে জরিশিল্পে কোনো ভ্যাট বা সেলস ট্যাক্স ছিল না। কিন্তু নতুন নিয়ম চালু হওয়ার ফলে জরির তৈরি সামগ্রীর দাম একধাক্কায় অনেকটাই বেড়েছে। আর চাহিদা তলানিতে চলে গিয়েছে বলে অভিযোগ জরিশিল্পীদের। অন্যদিকে, এখনও পর্যন্ত কোনো জরি ব্যবসায়ী জিএসটি নম্বর পাননি। অথচ জরিশিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামালেও ১৮ শতাংশ জিএসটি চালু হওয়ায় তারও দাম বেড়েছে অনেকটা। এক জরি ব্যবসায়ী জানিয়েছেন, মাত্র ৩২৫ টাকায় জিএসটি নথিভুক্ত করা যাচ্ছে এবং তাঁরা জিএসটি-র জন্য আবেদনও করবেন। কিন্তু এই বিষয়ে ন্যূনতম ধারণা না থাকার জন্যই তাঁরা ক্ষতির মুখে পড়ছেন বলে দাবি করেছেন ওই ব্যবসায়ী।

আলুওয়ালিয়াকে গ্রেফতারের দাবি পার্থর

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর (সংবাদ) ঃ যার বিরুদ্ধে লুক আউট নোটিশ জারি হয়েছে সেই ব্যক্তি কোথায় আছেন তা জানলেও সে ব্যাপারে পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা না করার অভিযোগে অবিলম্বে দার্জিলিংয়ের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এসএস আলুওয়ালিয়াকে গ্রেফতার করা উচিত বলে মনে করেন তৃণমূলের মহাসচিব তথা রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। মঙ্গলবার তৃণমূল ভবনে ডাকা সাংবাদিক বৈঠকে এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি ওই মন্তব্য করেন।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি নাকি আলুওয়ালিয়া বলেছেন যে, গোর্খা নেতা বিমল গুরুং কোথায় আছেন, কী করছেন তাঁর সবই তাঁর জানা। সেব্যাপারে করা প্রশ্নের উত্তরে পার্থবাবু ওই কথাই বলেন। উল্লেখ্য, দার্জিলিংয়ে হিংসাত্মক ঘটনা ঘটানোর জেরে রাজ্য পুলিশের পক্ষ থেকে বিমল গুরুং সহ মোর্চার কয়েকজন নেতার বিরুদ্ধে জারি করা হয়েছে লুক আউট নোটিশ।

কমছে সংস্কৃতির মান, চিন্তিত সরকার

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর (সংবাদ) ঃ রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে সংস্কৃতির মান যেভাবে কমছে তা নিয়ে চিন্তিত রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। মঙ্গলবার তিনি সাংবাদিকদের করা এক প্রশ্নের উত্তরে তাঁর সেই শঙ্কার কথা ব্যক্ত করে বলেন যে, অবিলম্বে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে সংস্কৃতির মান বাড়ানোর প্রতি নজর দেওয়া উচিত। আর সেই বিষয়টি তিনি ইতিমধ্যেই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের বলেছেন।

এদিন অপর এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজের সভাগৃহে কী ধরনের অনুষ্ঠান হবে বা না হবে, তা নিয়ে তিনি মাথা ঘামান না। উল্লেখ্য, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী হলে দলীয় সাংসদ তথা অভিনেতা দেবের একটি অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রথমে তা অনুমতি দিয়েও পরে বাতিল করে দেয়, মূলত পার্থবাবুর ধমকেই। যদিও পার্থবাবু তা অস্বীকার করেন।

বাসে মা ও মেয়ের শ্লীলতাহানির অভিযোগ

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর (সংবাদ) ঃ পুজোর কেনাকাটা সেরে বাড়ি ফেরার পথে বাসে হেনস্তার শিকার হলেন মা ও তাঁর যুবতি মেয়ে। ৬-৭ জন মদ্যপ যুবকের একটি দল তাঁদের শ্লীলতাহানি করে বলে অভিযোগ। গত সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে দেশপ্রিয় পার্কের কাছে। যদিও এক সহযাত্রীর সাহায্যে অভিযুক্তদের ১ জনকে গ্রেফতার করতে সমর্থ হয় পুলিশ। বাকিদের খোঁজ চালাচ্ছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ভবানীপুরের বাসিন্দা নিগৃহীতা ওই মা এবং মেয়ে গত সোমবার সন্ধ্যায় গড়িয়াহাটে পুজোর কেনাকাটা করতে গিয়েছিলেন। কেনাকাটা সেরে রাত সাড়ে দশটা নাগাদ তাঁরা একটি বাসে ওঠে। দেশপ্রিয় পার্কের সামনে থেকে ৬-৭ জন মদ্যপ যুবকের দলটি ওই বাসে ওঠে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, ওই যুবকেরা বাসে উঠেই হম্বিতম্বি করতে শুরু করে। কন্ডাক্টর সংযত হতে বললে তাঁকে মারধরও করে।

বাসের যাত্রীরা প্রতিবাদ জানালেও ওই মদ্যপ যুবকেরা ভবানীপুরের ওই মা-মেয়ের উপর চড়াও হয়। মায়ের সামনেই তারা ওই যুবতি মেয়েকে বাসের মধ্যে টেনে ফেলে দেয় বলে অভিযোগ। সঙ্গে সঙ্গে ওই বাসের এক যাত্রী টালিগঞ্জ থানায় ফোন করে বিষয়টি জানান। তারপর রাসবিহারী মোড়ে বাসটিকে আটক করে পুলিশ। যদিও একজন বাদে অভিযুক্ত সকলেই পালিয়ে যায়। তবে ওই একজনকে গ্রেফতার করে বাকিদের খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ।

এক টাকার কয়েন নিয়ে বচসা ও হাতাহাতি

সিউড়ি, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ এক টাকার ছোটো কয়েন নিয়ে প্রথমে বচসা ও তা থেকে পরে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়লেন ক্রেতা ও বিক্রেতা। মঙ্গলবার সকালে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাময়িক উত্তেজনা ছড়ায় বীরভূমের সিউড়ি বাসস্ট্যান্ডে। শেষ পর্যন্ত পুলিশের হস্তক্ষেপে ঝামেলা মেটে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন সকালে সিউড়ি বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছান মুর্শিদাবাদের এক বাসিন্দা। কাছেই একটি গুমটি থেকে চার টাকার একটি সিগারেট কেনেন তিনি। দাম মেটাতে দোকানদারকে দেন ৫০ টাকার একটি নোট। দোকানদার তাঁকে চারটি ১০ টাকার নোট এবং ছয়টি ছোটো এক টাকার কয়েন ফেরত দেন। অভিযোগ, মুর্শিদাবাদের ওই ব্যক্তি ১০ টাকার নোটগুলো নিলেও এক টাকার ছোটো কয়েনগুলি নিতে অস্বীকার করেন। তাঁর দাবি ছিল, ওই কয়েন নাকি বাজারে চলে না। আর এনিয়েই দু-পক্ষের মধ্যে বচসা শুরু হয়। পরে তা হাতাহাতি পর্যন্ত গড়ায়। ঝামেলা থামাতে এগিয়ে আসেন আশপাশের মানুষ। তাঁরা ওই ক্রেতাকে আটকে রেখে পুলিশে খবর দেন।

এদিকে, হাতাহাতির ফলে ক্রেতা ও বিক্রেতা দুজনেই সামান্য আহত হন। তাই সিউড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রথমেই তাঁদের হাসপাতালে পাঠায়। পরে দোকানদারের অভিযোগের ভিত্তিতে ওই ক্রেতাকে আটক করে তারা। দোকানদারের দাবি, ঘটনার সময় মুর্শিদাবাদের ওই ব্যক্তি মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। পুলিশ গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।

'আত্মঘাতী' ডাক্তারি ছাত্রী

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর (সংবাদ) ঃ বড়োলোক বাবার ডাক্তারি পাঠক্রমে পাঠরত ছেলের সঙ্গে হাওড়ার লিলুয়ার বাসিন্দা এক দরিদ্র পরিবারের হোমিয়োপ্যাথি পাঠক্রমের এক ছাত্রীর গড়ে উঠেছিল ভালোবাসার সম্পর্ক। কিন্তু বাদ সেধেছিল ছেলেটির পরিবার। সেই কারণেই সোমবার অতিরিক্ত মাত্রায় ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মঘাতী হল মেয়েটি। হাওড়ার লিলুয়ার বাসিন্দা সঞ্চিতার সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল নদিয়ার কল্যাণীর বাসিন্দা কৌশিক রায়ের। বিত্তবান পরিবারের ছেলে কৌশিক কলকাতার এনআরএস হাসপাতালের ডাক্তারি পাঠক্রমের পড়ুয়া। অভিযোগে প্রকাশ, গতকাল কৌশিকের বাবা কল্যাণ রায় টেলিফোনে সঞ্চিতাকে হুমকি দিয়ে বলেন, তাঁর ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ না করলে তার ফল খারাপ হবে। এই কথা শোনার পরই অতিরিক্ত মাত্রায় ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যা করে সঞ্চিতা। সঞ্চিতার পরিবারের তরফে লিলুয়া থানায় প্রেমিক কৌশিক রায় ও তাঁর বাবা কল্যাণ রায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়।

এসি মেট্রোয় ধোঁয়া

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ ফের মেট্রো বিভ্রাট। এবার বেলগাছিয়া স্টেশনের কাছে এসি মেট্রো থেকে ধোঁয়া বেরোনোয় ব্যাহত হল মেট্রো চলাচল। তবে কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি বলে মেট্রো কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার দুপুর তিনটে নাগাদ দমদম স্টেশন থেকে রওনা দিয়েছিল এসি মেট্রোটি। বেলগাছিয়া স্টেশনে ঢোকার মুখে ট্রেনটি থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখা যায়। আচমকা ধোঁয়া দেখে যাত্রীরা আতঙ্কিত হয়ে চিৎকার শুরু করেন। ততক্ষণে বেলগাছিয়া স্টেশনে ট্রেনটি দাঁড়িয়ে গিয়েছে। যাত্রীদের চিৎকার শুনে মোটরম্যান ছুটে আসেন। যদিও তিনি ধোঁয়ার উৎস খুঁজে পাননি। ঝুঁকি এড়াতে ট্রেনটি খালি করে কবি সুভাষ স্টেশনের দিকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এই ঘটনায় কোনো ক্ষয়ক্ষতি না হলেও যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ডাউন লাইনে কিছুক্ষণ ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকে।